GOVERNMENT OF INDIA.
IMPERIAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182. Ac. 899.

Book No. 1.

I. L. 38.

IMPERIAL LIBRARY.

This book was taken from the Library on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

7 JUL 1951	JUL 19..	
5 SEP 1953		
28 NOV 1958		
24 MAR 1965		

I. L. 44.

MGIPC—S4—III-3-12—24-7-42—5,000.

অমরনাথ

অর্থাৎ

হিমালয় ভ্রমণ ও ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রধান তীর্থ

অমরনাথ যাত্রার বিবরণ।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

এবং

ভারতবর্ষীয় স্বাধীন আর্য্যমিসন দ্বারা প্রকাশিত।

AMARNATH

OR

BABU SARODA PROSAD BHATTACHARJE'S

TRAVELS IN HIMALAYA :—CASHMIR AND AMARNATH.

PUBLISHED BY THE

INDO-ARYAN INDEPENDENT MISSION.

"That Eden was not in Mesopotemia but in the vale of Cashmir."

DR. ABBOTT.

কলিকাতা,

শকাব্দা ১৮১৭।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ।

মূল্য ছয় আনা।

RARE BOOK

NATIONAL ... CALCUTTA
Gmp 4461
13/10/09

CALCUTTA:
PRINTED BY B. N. NANDI, AT THE VALMIKI PRESS.
100/2 MACHOOA BAZAR STREET.

উৎসর্গ।

যে মহাত্মা আমার যৌবন সীমায় হিমালয়ের সিদ্ধ বাটীতে দর্শন দিয়া জীবনের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, আর যে মহাত্মা সংসার-সংগ্রামের মধ্যে দর্শন দিয়া আমার মনের গতি সত্যের পথে, ধর্ম্মের পথে, দৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন, আবার যে মহাত্মা জীবনের শেষ সীমায় হঠাৎ সে দিন মহাপান্থে— কৈলাসের পথে, দর্শন দিয়া অমরনাথের সহযাত্রী হইয়া ভক্তি প্রেম ও প্রীতি-সাগরে ভাসাইতে পারিয়াছিলেন

আবার

যে মহাত্মাগণ রামেশ্বরের পথে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে, আমার পথ আগ্‌লাইয়া "সাধু শুশ্রূষালয়" সংস্থাপনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ সেই কৃপাসিন্ধু সাধুমণ্ডলীর শ্রীচরণকমলে এই ক্ষুদ্র "অমরনাথ" গ্রন্থ সযত্নে উৎসর্গীকৃত হইল।

NATIONAL LIBRARY

বিজ্ঞাপন।

অমরনাথ প্রচারিত হইল।/ তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কাশ্মীর ভ্রমণ করি বলিয়া, প্রথম অধ্যায়ে তীর্থ-ঘটিত অমরনাথ কথার প্রসঙ্গ হইয়াছে। তাহাতে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের পুনঃ-প্রবর্ত্তন মানসে যে সকল কথার উল্লেখ আছে, তাহা আর্য্যধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুমোদিত হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, এ দুরূহ বিষয়ের জন্য লেখনী ধারণ করা আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির সাধ্যাতীত। তবে আশা করা যায় যে, বর্ত্তমান কালের বরণীয় আর্য্য সভাসদ্‌গণ এই গুরু ভার আপনা-দিগের মস্তকে ধারণ করিয়া আমার উদ্দেশ্য—প্রস্তাবটী সম্পূর্ণ রূপে পরিস্ফুট করিতে যত্ন পাইবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গ করিয়া কাশ্মীর প্রদেশের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ করা হই-য়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক ডাঃ উইলসন কহেন, "কাশ্মীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার"। দিল্লীর সম্রাটেরা কাশ্মীরকে "বেহিস্ত"—ভূস্বর্গ বলিতেন। ফিলাডেল্‌ফিয়ার প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ডাঃ অ্যাবট বলেন—"ইডেন—স্বর্গোদ্যান মেসোপোটেমিয়ায় নহে, উহা কাশ্মীরের উপত্যকায় স্থিত"। ১৮১৭খৃষ্টাব্দের সুপ্রসিদ্ধ

পর্য্যটক ও কবি মুর বলিয়াছেন—“যদি কোথাও সৃষ্টির অপূর্ব্ব কীর্ত্তি এক স্থানে একত্র সমাবেশিত থাকে, এবং তাহার শোভায় প্রকৃতি আপনাকে দেখিয়া আপনি বিমোহিত হয়, তবে সে কাশ্মীরে”। এই সকল কথায় আশ্বাসিত হইয়া প্রায় ছয় মাস কাল আমরা কাশ্মীর-কৈলাসে ভ্রমণ করিয়া যে সকল আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছি, তাহার কিয়দংশ তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আজি কালি তীর্থ যাত্রার কথা উঠিলে রেল পথের বা নৌকাপথের ২।৪ দিনের ঘটনার কথায় শেষ হইয়া থাকে। কিন্তু অমরনাথ যাত্রার পথের কথা অনুপম ও অপূর্ব্ব বলিয়া তদ্বিবরণ সংক্ষিপ্ত রূপে চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগত হইয়াই এ পুস্তক লিখিত হয়। কিন্তু রামেশ্বর যাত্রার দিন নিকটতর হওয়ায় ইহা যথা সময়ে প্রকাশিত হয় নাই। তাহার পর “বারাণসী সাধু শুশ্রূষালয়” সংস্থাপন করিবার গুরুভার (কাশীস্থ কয়েক জন মাননীয় বন্ধুর অনুরোধে) মস্তকে গ্রহণ করিয়া কার্য্য ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া ফেলি, সুতরাং অমরনাথ মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে অনুমাত্র চিন্তা করিতে অবসর পাই নাই। কালগতিকে আবার রাজধানীতে উপস্থিত হইলে [illegible] আমার জনৈক বন্ধু ইহার

মুদ্রাঙ্কণের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে এবং ভারতবর্ষীয় স্বাধীন আর্য্যমিসনের সভ্যাদিগকে বিশেষ রূপে অনুগৃহীত করিয়াছেন। বলিতে কি, তিনি এ ভার এ রূপে গ্রহণ না করিলে, যে অবস্থায় অমরনাথ এখন প্রকাশিত হইল, তাহা এরূপে কদাচ প্রকাশিত হইতে পারিত না।

নানা কারণে এই পুস্তকে কিছু কিছু ভাষাগত ত্রুটি ও মুদ্রাকর-জনিত প্রমাদ রহিয়া গেল। ভরসা করি, উদার-চিত্ত পাঠকগণ সেই সকল ত্রুটি বিস্মৃত হইয়া পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন।

পরিশেষে আহ্লাদিত চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, আমার স্নেহ-ভাজন শ্রীমান্ ননী গোপাল এই গ্রন্থের লিপিকার্য্যে সাহায্য করিয়া, এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রুফ সংশোধন করিয়া আমাকে বিশেষরূপে উপকৃত করিয়াছেন।

কলিকাতা, শোভাবাজার
১৫নং নন্দরাম, সেনের ষ্ট্রীট।
১লা আশ্বিন শকাব্দা ১৮১৭।
—17/9/95.—

শ্রীসারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সূচীপত্র ।

বিষয় ।				পৃষ্ঠা
ভূমিকা	...	...	...	৵৹

প্রথম অধ্যায় ।

কশ্যপপুর বা কৈলাস	...	...	...	১
হর পার্ব্বতী সংবাদ	...	...	...	৩
অমর কথা	...	...	...	৭
কথা প্রসঙ্গ	...	..	...	৮
উক্ত প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা	...	...	...	১৪

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

তীর্থ যাত্রা	...	...	...	২৫
কাশ্মীরের পথ	...	...	...	৩০
শ্রীনগর	...	...	...	৩৩
শঙ্করাচার্য্য	...	...	...	৪৫
হরি পর্ব্বত	...	...	...	৪৯
নাগরিক হ্রদ	...	...	...	৫৪
চসমাসাহী	...	...	...	৬০
পরি-মহল বা নিষাদ পুর	...	...	...	৬১

তৃতীয় অধ্যায় ।

অপূর্ব্ব নৈসর্গিক দৃশ্য	...	...	...	৬৩
বরাহ মূলা	...	..	...	৬৩
বৈরনাগ	...	...	...	৬৪

...র হ্রদ	৬৬
...পুর এবং কেশর বা জাফরান্ ক্ষেত্র ...	৬৭
...নস সরোবর	৭১
...ীর-ভবানী	৭৫
...টা-গঙ্গা	৮০
ভাসমান দ্বীপ	৮১
ত্রিসন্ধ্যা	৮১
রুদ্র সন্ধ্যা	৮২
সুখাদ্য প্রস্তর খণ্ড	৮৩
পির পাঞ্জালের উভয় পার্শ্বের দুইটী অপূর্ব্ব চশমা ...	৮৩
জল বিন্দু বর্ষক প্রস্তর খণ্ড	৮৪
গুল্‌মর্গ	৮৫

চতুর্থ অধ্যায়।

অমরনাথ যাত্রা	৯৪
অচ্ছোদ সরোবর	১১৩
জনক মহল	১১৫
কাশ্মীরে বাঙ্গালী	১১৭
উপসংহার	১২৩

ভূমিকা।

ভারতবর্ষে যত তীর্থ আছে, অমরনাথ তাহার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। কেবল দূরতা-নিবন্ধন নহে—তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও স্বর্গোপম বলিয়া জগতে বিখ্যাত। কাশ্মীরকে ইংরাজেরা—আনন্দ কানন (Happy valley) বলিয়া থাকেন। আমরা তাহাকে ভূস্বর্গ বলি। এই ভূস্বর্গ পৃথিবীর সমতল ক্ষেত্র হইতে ৫২০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ডাক্তার নিবস্, ডিউক (Drs Nibs, Duke) প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটকেরা ইহার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। দূরস্থ ইউরোপীয় এবং আমেরিকার পরিব্রাজকেরা বিপুল অর্থ ব্যয় এবং বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া এই আনন্দ কাননের সৌন্দর্য্য দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতি বৎসর এখানে আসিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া কাশ্মীরের নিকটস্থ স্থান পরিদর্শন করিয়াই প্রত্যাগমন করেন। যাঁহারা শিকার উপলক্ষ্য করিয়া এ প্রদেশে আগমন করেন, তাঁহারা প্রায় গহন বনে গমন করিয়া আপনাদিগের অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত, তাঁহারা কেবল দূরস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করিয়া অতুল অমূল্য নিধি অনুসন্ধান করেন। আজ পর্য্যন্ত হিমালয়ের

গর্ভে যত অমূল্য রত্নের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার আকর্ষণেই বৃটিশকেশরীর চক্ষু তাহার উপর নিপতিত হইয়াছে। পার্থিব জগতে পার্থিব বিষয় লইয়াই যত আন্দোলন। সেই জন্য দেখিতে পাওয়া যায়, কাশ্মীরের সৌন্দর্য্যের প্রকৃত পক্ষে অপব্যবহার হইতেছে। ভারতীয় ভূ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এসকল বিষয় কিছুই জানিতেন না এমন নহে। তাঁহারা যে কারণে নবরত্ন-গঠিত শিব-লিঙ্গের অর্চ্চনা করিতেন, যে কারণে গভীর প্রকৃত তত্ত্ব আলোচনার নিমিত্ত বিজন বনে অবস্থিতি করিতেন, সেই কারণে সেই সেই প্রদেশকে সেই সেই ভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সমুদ্রের গর্ভ হইতে রত্ন উদ্ধার করিয়া, হিমালয়ের খনি হইতে রত্ন আহরণ করিয়া, যে সকল নবরত্ন গঠিত শিব-লিঙ্গ সংসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব কয় জন তাহা দর্শন করিয়াছে? কোটী-পতি ধনকুবেরদিগের কয় জনের ভাগ্যে তাহা সংগ্রহ করা ঘটিয়াছে? মনস্বী আর্য্য ঋষিগণ তাই বোধ হয়, রত্ন-গর্ভ হিমালয়কে অখণ্ড রাখিয়া—কৈলাসের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ করিয়া ভূতভাবন ভবানী-পতির অর্চ্চনার নিমিত্ত জনসাধারণের তপোপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন। তাই আজি নগ্ন সন্ন্যাসী হইতে রাজচক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত সকলেরই অমরনাথ দর্শন এত সুলভ হইয়াছে।

* রত্ন যত বহুমূল্য হইবে, তাহার দীপ্তিও আকর্ষণ শক্তি তত অধিক চিত্তাকর্ষণ করিবে। প্রাণায়াম করিবার জন্য অগ্রে মনঃসংযোগ প্রয়োজন, সেজন্য শাস্ত্রে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিতে আদেশ আছে। নাসিকার অগ্রভাগ কেবল সূক্ষ্ম বলিয়া নহে, তাহার পরমাণুপুঞ্জ ও ঘ্রাণ শক্তি ধারণ

কামাখ্যা-ভ্রমণ।

জেলা রাজসাহী—মুনিগ্রাম হইতে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেস

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৬ সাল।

NATIONAL LIBRARY
No. Imp-4294
DATE 7/10/09
CALCUTTA

RARE BOOK

উৎসর্গ পত্র।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সুরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ রায়
পাঁচথুপী।

প্রিয় সুরেন ভায়া!

তোমার ন্যায় সুশিক্ষিত ধর্ম্মপরায়ণ যুবক আজ কালকার কালে অতি বিরল। অল্পদিন একত্রে অবস্থান করিয়া তোমার অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসায় যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলাম তদুপযুক্ত উপহার দেওয়ার আমার কিছুই নাই। তবে তুমি আমাকে বিশেষ ভক্তির চক্ষে দেখ বলিয়াই আমার দুর্ব্বল লেখনীপ্রসূত এই অকিঞ্চিৎকর "কামাখ্যা-ভ্রমণ"খানি তোমার করকমলে অর্পণ করিলাম। মূল্যবান সময়ের কিঞ্চিৎমাত্র অপব্যয় করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে পরম পরিতুষ্ট হইব।

মুনিগ্রাম
সন ১৩০৬, বৈশাখ।

তোমার মূর্খ ঠাকুরদাদা
অনুকূল।

কামাখ্যা-ভ্রমণ।

আমাদের দেশের খুব অল্পলোকেই কামাখ্যা-দর্শনে গমন করিয়া থাকেন। এজন্য তথাকার সঠিক বিবরণ কোন পুস্তকে বা লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। যে দুই চারিজন কামাখ্যা-ভ্রমণকারীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, তাহাদের নিকট সঠিক সংবাদ পাওয়া দূরে থাকুক অনেকগুলি অমূলক ও অতিরঞ্জিত বৃত্তান্ত শুনিয়া সাধারণের মন বড়ই খারাপ হইয়া যায়। বিশেষতঃ তথায় যাইলে সিংহের ডাকে পুরুষত্ব হানি হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অতি সুন্দরী, পুরুষ কদাকার এবং অল্প সংখ্যক, এজন্য কোনও পুরুষ-যাত্রী গেলেই তথাকার স্ত্রীলোক তাহাকে মন্ত্র প্রভাবে ভেড়া করিয়া রাখে; আর দেশে ঘুরিতে দেয় না। অধিকাংশ লোকের মনে এই ভ্রম বিদ্যমান থাকায় অশিক্ষিত যাত্রী এককালেই মায়ের ধামাভিমুখ হয় না। বহু দিবস হইতে মায়ের ধাম-দর্শন করিতে ইচ্ছা ছিল, নানারূপ প্রতিবন্ধক হেতু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। গতবর্ষে ৺ মায়ের কৃপায় আমরা কামাখ্যা গমন করিয়াছিলাম। বিদ্যা বুদ্ধি হীন

হইলেও তথাকার ঠিক সংবাদ এবং যাতায়াতের খরচাদি সাধারণের অবগতির জন্য যতদূর সাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া যদি অন্ততঃ একজনেরও কিঞ্চিৎ উপকার হয় তাহা হইলেই আমাকে সফলশ্রম মনে করিব।

কামাখ্যা আসামের অন্তঃপাতী। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে পর দেবাদিদেব মহাদেব সেই দেহ ত্রিশূলোপরি স্থাপন করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিলে ভগবান নারায়ণ সুদর্শন-চক্রদ্বারা সেই দেহকে নানাখণ্ডে বিভক্ত করেন। এক এক খণ্ড এক এক স্থানে পতিত হইয়া এক একটী পীঠের উৎপত্তি হইয়াছে। সর্ব্ব সাকুল্যে ৫১টী পীঠ, তন্মধ্যে কামাখ্যা মহাপীঠ বা যোনিপীঠ। এখানে মহামুদ্রা পতিত হওয়ায় মায়ের নামানুসারেই এই পাহাড়ের নাম "কামাখ্যা পাহাড়" হইয়াছে। এই ধাম-মাহাত্ম্য বারাণসী-ধাম-মাহাত্ম্য অপেক্ষাও এককলা অধিক—মহাপুণ্যক্ষেত্র। ব্রহ্মা-বিষ্ণুশিবাত্মক নীলপর্ব্বতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যেরূপ শ্রুত হইয়াছি, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

পুরাকালে এই পাহাড় বহু যোজন উচ্চ ছিল। ব্রহ্মা ইহার অধীশ্বর ছিলেন। সতীর সর্ব্বাঙ্গ বিষ্ণুচক্র দ্বারা ছেদিত হইয়া নানাস্থানে পতিত হইতে লাগিল, কিন্তু জগৎ-প্রসূতি আদ্যাশক্তি ভগবতীর মহামুদ্রা ধারণ করিতে কেহই সাহসী হইলেন না। তখন ভগবান বিষ্ণু এই ব্রহ্মপর্ব্বতে মহামুদ্রা স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মা প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়া পরে স্বীকৃত হইলে মহামুদ্রা পর্ব্বতোপরি পতিত হইবামাত্র মহাশব্দে পর্ব্বত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। সৃষ্টি লোপ হয় দেখিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা পর্ব্বতের নিম্নদেশে গমন করতঃ পর্ব্বত ঊর্দ্ধে রক্ষা করিতে প্রয়াস

পাইলেন, কিন্তু সক্ষম হইলেন না—পর্ব্বত তাঁহাকে লইয়াই ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া ভগবান বিষ্ণু তাড়াতাড়ি পর্ব্বত সহ ব্রহ্মাকে উর্দ্ধে ধারণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও পর্ব্বতের গতি থামিল না। অবশেষে মহাদেব সর্ব্বনিম্নে আশ্রয় লইলেন। পর্ব্বতের গতি থামিল। তদবধি সেই অত্যুচ্চ পর্ব্বত বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

আমরা পরাধীন সুতরাং অবকাশাভাব। কামাখ্যা যাইতেছি, তথায় যাতায়াত সময়সাপেক্ষ এই সমস্ত ঘটনা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে ছুটী পাওয়া নাও যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া কামাখ্যা-যাত্রা গোপন রাখিয়া নাটোরে ৺ জয়কালী মাতা দর্শনে যাইতেছি প্রকাশ করিয়া আমি ও আমার সমবয়স্ক পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩০৫ সালের ৭ই ভাদ্র রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বিলমারিয়া কুটী হইতে স্নানাহার সমাপনান্তে কামাখ্যা যাত্রা করিলাম। গোযানে গোপালপুর রেলওয়ে-ষ্টেশনে বৈকালে পঁহুছিলাম।

কামাখ্যা-ভ্রমণকারী যাহাদিগের সহিত ইতিপূর্ব্বে সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহারা সকলেই পদব্রজে গিয়াছে সুতরাং রেলপথের বৃত্তান্ত তাহারা বলিতে পারে নাই। আমরাও পথ অবগত নহি, কাজেই গোপালপুরের এ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন বাবুর নিকট রাস্তা এবং তৃতীয় শ্রেণীর কত মাসুল লাগিবে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করায় তিনি নানারূপ খাতাপত্র দেখিয়া যাতায়াত খরচ প্রত্যেকের ২৮৲ টাকা করিয়া লাগিবে বলিলেন। কিন্তু বাবুদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পূর্ব্ব হইতেই জানা থাকায় তাঁহার কথায় অবিশ্বাস হইল। বিশেষতঃ পঞ্জিকাতে দেখিয়াছি গোপালপুর হইতে কামাখ্যা প্রায় ৩৫০

মাইল দূর ও রেলগাড়ী ইত্যাদির মাসুলও অল্প। যাহাহউক গোপালপুর হইতে কাউনিয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেকে ১৮৫ দিয়া দুইখানি টিকিট লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে গাড়ী ষ্টেশনে পঁহুছিলে চাপিলাম রাত্রি ১১—৩৬ মিনিটের সময় গাড়ী আসিয়া পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে পঁহুছিল। আমরা তথায় অবতরণ করিয়া আসামের গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ষ্টেশনের বাবুদিগকে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম ভোর ৪টার সময় গাড়ী পাওয়া যাইবে। অনেক সময় তথায় অপেক্ষা করিতে হইবে সুতরাং উক্ত ষ্টেশনের রেলীং বেষ্টিত টিনমণ্ডিত নাটমন্দিরের ন্যায় যাত্রীদিগের অপেক্ষা করার ঘরে একটী নিভৃত স্থানে দুই জনে শয়ন করিলাম। পরে কিছু রাত্রি থাকিতে মহাকোলাহলে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় শুনিলাম গাড়ী আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সাজসরঞ্জাম সহ ইষ্টক নির্ম্মিত পর্ব্বতাকার সাঁকো (Over bridge) ডিঙ্গাইয়া অপর পারে আসিলাম। গাড়ী প্রস্তুত, উঠিয়া বসিলাম। আমাদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া মহাস্ফালন পূর্ব্বক গাড়ী আসামাভিমুখে যাত্রা করিল। আমাদের দুজনের মধ্যে নানারূপ গল্প গুজব চলিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি পোহাইল নানা ষ্টেশন ও পল্লী অতিক্রম করিয়া বেলা ৮টার সময় গাড়ী কাউনিয়া ষ্টেশনে থামিল। শুনিলাম এইখানে নামিয়া ষ্টিমারে তিস্তানদী পার হইয়া পুনরায় গাড়ী পাওয়া যাইবে। আমাদের টিকিট কাউনিয়া পর্য্যন্ত সুতরাং নামিয়া বুকিং আফিস খুজিতে লাগিলাম। আফিস আর দেখিতে পাইনা। অবশেষে একখানি গাড়ীর চতুর্দ্দিকে জনতা দেখিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি ঐ গাড়ী হইতে লোকে টিকিট পাইতেছে। বহু কষ্টে গাড়ীর উপর উঠিয়া টিকিট প্রার্থনা করায় প্রত্যেকের ।৶১৫ করিয়া যাত্রাপুর পর্য্যন্ত

টিকিট মিলিল। উভয়ে ষ্টীমারে চাপিলাম। তিস্তানদী খুব যে বড় তাহা নহে, তবে পদ্মার মত তাহার ভাঙ্গনের ঠিক না থাকায় বর্ষাকালে আমাদের গোপালনগরের ষ্টেশনের মত আফিসাদির বড়ই দুর্দ্দশা হয়। জানিতে পারিলাম বহু অর্থব্যয়ে এইবার নদীর উপর একটী সাঁকো প্রস্তুত হইবে। ষ্টীমার খানি খুব বড়। মধ্যস্থলে রেলীং দেওয়া ঘেরা আমাদের দেশের গরুর খোঁয়াড়ের মত এক খোঁয়াড় আছে, তাহার মধ্যে যাইয়া বসিয়া থাকিলাম। ষ্টীমারের উপরে থাকিতেই মেঘ দেখা দিল। অল্প অল্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। অপর পারে উপস্থিত হইয়া জলে ভিজিতে ভিজিতে মাঠ পার হইয়া গাড়ীর দিকে ছুটিলাম। ও হরি! গাড়ী দেখিয়া অবাক্! তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলি অস্মদ্দেশের বিগ্রহের কাষ্ঠ সিংহাসনের ন্যায়। একে ছোট ছোট গাড়ী তার উপর চারিদিক খোলা, কাষ্ঠের তিন চারি খানি বাতা পাশাপাশি প্রেক দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বসিবার বেঞ্চ তৈয়ার হইয়াছে। "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল" ভাবিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। এখান হইতে কোচবিহার যাওয়ার গাড়ী পাওয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে শকট গজেন্দ্রগমনে যাইতে আরম্ভ করিল। মেটে রাস্তার উপর লাইন চলিয়াছে, তাহার উপর দিয়াই এই গাড়ীর গমনাগমন হয়। অন্যান্য লাইনে গাড়ী এবং গোমহ-ষ্যাদি যাইবার যেরূপ পৃথক ব্যবস্থা আছে এখানে তাহা নাই। সক-লেই একপথে চলে। গাড়ী যাইতে যাইতে পথিমধ্যে সম্মুখে মানুষ দেখিলে, চীৎকার করিয়া উঠে, মানুষ সরিয়া যায়। তিস্তাঘাট ষ্টেশন হইতে যে কয়টী ষ্টেশন অতিক্রম করিলাম তন্মধ্যে সিংগার ডাব্রী হাট বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এইখানে আসিয়া গাড়ী কিছুক্ষণ থামিল শুনিলাম একটী ষ্টেশন, তাকাইয়া দেখিয়া অবাক্ হইলাম। প্রকাণ্ড

জঙ্গল মধ্যে কাষ্ঠফলকে উক্ত ষ্টেশনের নাম খোদিত থাকা ভিন্ন অন্য কোন লোকজন বা ঘরাদি কিছুই নাই। দুই চারিজন আরোহী নামিল এবং উঠিল, বাঙ্গালী গার্ড সাহেবই টিকিট আদান প্রদান করিলেন, গাড়ী ছাড়িল। দুই ধারের জঙ্গল ও জলপূর্ণ স্থান সমূহ অতিক্রম করিয়া বেলা ১০টার সময় কুড়িগ্রামে গিয়া গাড়ী উপস্থিত হইল।

কুড়িগ্রাম রংপুর জেলার একটী মহকুমা। কাছারীর নিকট দিয়া গাড়ীর গতায়াত হয়, কাজেই সমস্ত দেখা যায়, ক্রমে ধরলা ঘাট ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম একখানি ছোট ষ্টীমার ধরলা নদীর উপর অপেক্ষা করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে ষ্টীমার খানি চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে লাগিল। সকলে তাড়াতাড়ি উঠিলাম। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। ষ্টীমারের উপর শুনিলাম এবং চিহ্নও দেখিতে পাইলাম যে এই ধরলা নদী নৌকায় পার হইয়া বরাবর যাত্রাপুর পর্য্যন্ত রেল চলে। বর্ষাকালে ধরলা নদীতে লাইন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ধরলা ঘাট হইতে যাত্রাপুর পর্য্যন্ত এই ছোট ষ্টীমার খানি যাতায়াত করিতেছে। বেলা ১২টার সময় যাত্রাপুর পঁহুছিলাম। দুইখানি খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ষ্টীমার গোয়ালন্দ ও ডিব্রুগড় যাইবার জন্য প্রস্তুত আছে। জাহাজ ছাড়িবার প্রায় ১ ঘণ্টা বিলম্ব জানিয়া, ব্রহ্মপুত্রনদে তাড়াতাড়ি স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে জলযোগের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। নিজের খাদ্য সামগ্রী কিছুই নাই সুতরাং ষ্টীমার-ঘাটে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির প্রাণ স্বরূপ যে একখানি পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণের দোকান আছে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে নানারূপ আকৃতির মিঠাই ও লুচি সাজান আছে, ৷৷০ আনা মুল্যের ঐ অদ্ভুত আকারের মিঠাই ও লুচি লইয়া

তাড়াতাড়ি নদের তীরে আসিলাম। ষ্টীমার মহা চীৎকার আরম্ভ করিল। ভয়ানক ক্ষুধা, সুতরাং ঐ সমস্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করাও সহজ নহে। যেই তাড়াতাড়ি মিঠাই ভায়া মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলেন অমনি ব্রাহ্মণ-গৃহে বহু দিবস অধিষ্ঠান জন্য তাঁহার মমতা ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি স্বশরীরে বাহির হইবার জন্য পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় মহা আস্ফালন পূর্ব্বক গরীব ব্রাহ্মণদ্বয়ের তালুদেশ রক্তাক্ত করিলেন। আমরা শেষে অনন্যোপায় হইয়া লুচি ভায়ার শরণাপন্ন হইলাম। তিনিও নিজ শক্তির পরিচয় দিতে অনুমাত্র ত্রুটী করিলেন না। তাঁহার ঐ ক্ষীণ শরীরে অভাবনীয় ক্ষমতা দৃষ্টে আমরা হার মানিলাম ও তাঁহাদের অস্তিত্বের কাজ স্মরণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রগর্ভে বিসর্জ্জন দিলাম। ক্ষুধানল বড়ই প্রবল সুতরাং ব্রহ্মপুত্রের শীতল জলে তাহার নির্ব্বাণ ক্রিয়া শেষ করিয়া জাহাজের দিকে দৌড়িলাম। একখানি ফ্ল্যাটে টিকিট বিতরিত হইতেছে, প্রত্যেকে ৪।৵০ দিয়া গৌহাটী পর্য্যন্ত দুইখানি টিকিট লইয়া জাহাজে চাপিলাম। শুনিলাম সেদিনকার অবশিষ্ট দিবা ও সমস্ত রাত্রি ও তৎপর দিবস বেলা ১টা পর্য্যন্ত জাহাজে বাস করিতে হইবে সুতরাং সতরঞ্চ বিছাইয়া দুইজনে বসিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কামরূপী দুইজন ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ হইল। তাঁহারা কোচবেহার হইতে বাড়ী যাইতেছেন। ব্রাহ্মণদ্বয় বিশেষ বিনয়ী ও সদালাপী। কামরূপী ব্রাহ্মণ এই আমার জীবনের প্রথম দর্শন। তাঁহাদিগের আকার ও চুল দেখিয়া প্রথমতঃ উৎকলবাসী মনে হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদ্বয় আমাদের নিকট শয্যা পাতিয়া বসিলেন ও নানারূপ আলাপের পর ঝোলা হইতে পান বাহির করিয়া আমাদিগকে দিলেন। দ্বিপ্রহরের আহারের ঘটনা স্মৃতিপথে

উদয় হওয়ায় পান দর্শনে অবশ্য আমাদের হাসি পাইল, কিন্তু নবাগতের নিকট সে ঘটনার বিবৃতি না করিয়া তাঁহাদের দান স্বীকার করিলাম। হে ভগবন্! পান মুখে দেবামাত্র বমন হইবার উপক্রম হইল। তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিয়া মুখ ধুইয়া তবে বাঁচি। ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে পানের উপকরণের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম যে তাঁহাদের দেশে আমাদের দেশের ন্যায় বরোজের পান নাই। ঝাল স্বাদ বিশিষ্ট গাছ পানই তথায় পাওয়া যায়। কাঁচা সুপারী গোময় মধ্যে কিছুদিন রাখিয়া পচিলে সেই সদ্গন্ধ বিশিষ্ট সুপারী আর ঐ অপূর্ব্ব পান সানন্দে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "ভিন্ন রুচির্হিলোকঃ" সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণদ্বয় আমাদের ব্যাপার দর্শনে একটু অপ্রতিভ হইলেন। যাহাহউক পুনরায় গল্প আরম্ভ হইল। দুই ধারে অভ্রভেদী পাহাড় শ্রেণী বিশিষ্ট সেই প্রকাণ্ড ব্রহ্মপুত্রনদের জলরাশি ভেদ করিয়া অবিরাম গতিতে জাহাজ চলিতে লাগিল। নদগর্ভে জলপ্লাবিত গ্রাম সমূহের ধ্বংসাবশিষ্ট ছোট ছোট গৃহে কুম্ভীরগণ মহাসুখে বাস করিতেছে দেখিতে পাইলাম। এইরূপ কিয়ৎকাল গমনের পর অপরাহ্ন ৪টার সময় জাহাজ ধুবড়ী ষ্টেশনে পঁহুছিল। এখানে জাহাজ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সুতরাং যাত্রীরা নামিয়া স্নান ও জলপান করিতে পারেন। ধুবড়ী একটী জেলা, স্থান ভাল, অনেক দোকান পাঠ আছে, রাস্তাগুলিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নিয়মিত সময়ে জাহাজ পুনরায় গন্তব্যাভিমুখে চলিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। দশদিক অন্ধকারে ডুবিল। যুগপৎ বৈদ্যুতিক আলোকে সমস্ত জাহাজ দিবাভাগের ন্যায় আলোকিত হইল। অস্মদেশীয় আরও দুই একটী ব্রাহ্মণ যাত্রী ছিলেন তাঁহারা সন্ধ্যা-

হিক করিয়া নিজ নিজ পুটুলী হইতে খাদ্যদ্রব্য বাহির করতঃ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমরা সেই বিছানা ঝাড়িয়া দুইজনে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম জানিনা। পরে একটী গোলমালে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। দেখিলাম আমাদের সেই পরিচিত কামরূপী ব্রাহ্মণদ্বয়ের সহিত কোন একটী ষ্টেশন হইতে উঠিয়া ঐ দেশীয় আরও ৮।১০টী ব্রাহ্মণ মিলিত হইয়াছেন এবং তাঁহারাই মহাআনন্দে কামরূপী ভাষায় গান ধরিয়াছেন! তাহা আমাদের বুঝিবার উপায় নাই সুতরাং প্রথমতঃ গোলমাল বোধ হইয়াছিল পরে জানিতে পারিলাম উহা গান। আর ঘুম হইল না উঠিয়া দেখিলাম কিয়ৎ-দূরে উক্ত জাহাজের ডাক্তার বাবু ও সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক গল্প করিতেছেন। সেই ভীষণ তরঙ্গ সমাকুল অন্ধকারাচ্ছন্ন নদগর্ভে ষ্টীমারমধ্যে সুদূর প্রবাসে বহুক্ষণ পরে স্বদেশবাসী দেখিয়া আমাদের হৃদয় যে কতদূর আনন্দিত হইল তাহা আমাদের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন। আমরা উপযাচিত হইয়া আস্তে আস্তে তাঁহাদিগের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলাম। উক্ত ভদ্র ব্যক্তিদ্বয় মিষ্টভাষী ও সদালাপী সুতরাং নানারূপ ধর্ম্মালাপে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। আবার শয়ন করিলাম। ভোর হইল। আলোগুলি দপ্ করিয়া একেবারে নিবিয়া গেল। উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নিজ শয্যায় বসিলাম।

দামুকদিয়া লাইনের ষ্টীমার ষ্টেশন, কর্ম্মচারী, সারং ও খালাসী-দিগের সহিত এইখানকার ঐ সকল গুলির তুলনা করিলে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দামুকদিয়া লাইনে অধিকাংশ লোকেই ভুগিয়া-

ছেন সুতরাং তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। এখানকার জাহাজগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, যাত্রীদিগের বসিবার, শুইবার কোনও কষ্ট নাই। মলমূত্র ত্যাগের কোন অসুবিধা নাই। প্রত্যেক জাহাজে ৭।৮টী করিয়া পায়খানা আছে, জাহাজগুলি বৈদ্যুতিক আলোকমালায় বিভূষিত। কর্ম্মচারী, সারং, খালাসী প্রভৃতি সকলেই শান্ত ও মিষ্টালাপী বিশেষতঃ বাঙ্গালী যাত্রীদিগের সহিত অতি সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। এই জাহাজে ডাক যায় ও চা-বাগানে কুলিচালান হইয়া থাকে, এজন্য প্রায় নিয়মিত সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হয়; কোনরূপ অসুবিধা নাই। জাহাজের উপরে অনেক নেপালী পাঞ্জাবী স্ত্রীপুরুষ দৃষ্ট হইল। ইহাদিগের স্ত্রীলোকদের অদ্ভুত লজ্জা দর্শনে আমরা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ঘোমটা দেওয়ায় ইহারা কোন পক্ষে স্বভাবসুলভ লজ্জাশীলা বঙ্গমহিলার নিকট পরাস্ত নহে বরঞ্চ সে বিষয়ে ইহাদের প্রাধান্যই দৃষ্ট হইল, কিন্তু ঐ যে শুনিয়াছিলাম, "ঘোমটার ভিতর খেমটার নাচ" তাই চক্ষুকর্ণ নাসিকা এমন কি নিশ্বাস বায়ুরোধকারী সেই ঘোমটার মধ্যে তাহারা পুরুষদের হস্ত হইতে সট্‌কার নল লইয়া তাম্রকূট সেবনে তাহাদের লজ্জাশীলতার সবিশেষ পরিচয় দিল। ক্রমে পলাশবাড়ী ষ্টেশন দেখা দিল। তথায় অনেক যাত্রী উঠিল, নামিল ও পরে জাহাজ ছাড়িয়া দিল। পলাশবাড়ী স্থানটী নেহাত মন্দ নয়, ফলমূলাদি যাত্রীদের আহারীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। ৯ই বৈকাল ১টার সময় আমরা গৌহাটী ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। অধিকাংশ যাত্রী নামিতে লাগিল, আমাদিগকেও এইখানে নামিতে হইবে সুতরাং জাহাজ হইতে ফ্ল্যাটে আসিলাম। ফ্ল্যাটে আসিবা মাত্র দেখি ছোট বড় অনেকগুলি মায়ের বাড়ীর পাণ্ডা নির্ম্মাল্য ও

সিন্দূরের কৌটা হস্তে দণ্ডায়মান আছে। আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে নীলকমল নামক জনৈক বালক পাণ্ডা ধরিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসায় যেমন জানিতে পারিল যে আমরা বা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কখনও এই তীর্থে আসি নাই বা আসেন নাই, অমনই সিন্দূরের কৌটা আমাদিগের ললাটে ও নির্ম্মাল্য কর্ণমূলে দিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ তাহার যজমান করিয়া লইল। বালক পাণ্ডাকে আমাদের ললাটদেশ ও কর্ণমূল স্পর্শন জন্য লম্ফ ঝম্ফ প্রদান করিতে দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমরা তাহাকেই পাণ্ডা স্বীকার করিলাম। অন্যান্য পাণ্ডাগণ আমাদিগের ন্যায় নিষ্কর সম্পত্তি বেদখল হইয়া যায় দেখিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। সকলেই আমাদিগকে নিজ নিজ সম্পত্তি করিবার জন্য ঐ দেশীয় কেমন কেমন ভাষায় সংস্কৃত শ্লোকাদি বলিয়া বুঝাইতে লাগিল। আমরা যাহাকে পাণ্ডা স্বীকার করিয়াছি তাহারই অনুসরণ করিলাম। তখন অন্যান্য পাণ্ডারা কখনও তোষামদ, কখনও যুক্তি বা গালাগালি দিতে দিতে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডামণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া আমরা গৌহাটী সহর মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম। যে গৌহাটী বাল্যকালে আমরা ভূগোলে পড়িয়াছিলাম, মানচিত্রে দেখিয়াছিলাম আজ আমরা সেই গৌহাটীতে উপনীত। সাহেব কোয়ার্টার, বাজার, কাছারী প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রতীরে অবস্থিত থাকায় গৌহাটী সহরের দৃশ্যটী অতি মনোরম। রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভূমিকম্পে এখানকার অনেক ঘরবাড়ী নষ্ট হইয়া যাওয়ায় অধুনা টিনের বড় বড় ঘর তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। সহর হইতে মায়ের বাড়ী তিন মাইল ব্যবধান মাত্র, বেশ পাকা রাস্তা আছে, যাইবার

মের মন্ত্র উচ্চারণ কর। আমরা এক্ষণে প্রণাম করিয়াই পাহাড়ের নিকট আরোহণের অনুমতি গ্রহণ করিব। প্রণাম করিতে যেই জানু পাতিয়া মস্তক অবনত করিলাম অমনই একই মন্ত্র ২০।২৫ জন পাণ্ডা নানারূপ স্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিল। মহাকোলাহল কিছুই বুঝিবার উপায় নাই সুতরাং বিরক্ত হইয়া বলিলাম যে আমরা অন্য কাহারও যজমান হইব না, কেন সকলে হয়রাণ হইতেছ? তখন অন্যান্য সকলে থামিল ও আমাদের পাণ্ডা মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। আমরা ভক্তি সহকারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম সমাপনান্তে পর্ব্বতে আরোহণ করিলাম।

৺গয়াধামের রামশিলা ইত্যাদির ন্যায় এই পাহাড়ে উঠিবার দস্তর মত সিঁড়ি নাই সুতরাং উঠা বড় সহজ নয়। পাণ্ডারা কাঠ বিড়ালের মত ছুটিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। আমরা অতি ধীরে ধীরে তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূরে যাইয়া পাহাড়গাত্রে খোদিত হনুমানের ন্যায় প্রকাণ্ড একমূর্ত্তি দেখিলাম। পাণ্ডা বলিল, ইনি বেতাল ইহাকে প্রণাম কর। ইনি মায়ের আদেশানুসারে দ্বার রক্ষা করিতেছেন। ইঁহার অনুমতি ভিন্ন কেহ এ পাহাড়ে উঠিতে পারে না। মা বশিষ্ঠ মুনিকে শাপ দিয়া যাহাতে তিনি আর তাঁহার দর্শন না পান এইজন্য বেতালকে এইখানে প্রহরী রাখিয়াছেন। আমরা দুইজনে প্রণাম করিয়া অনুমতি গ্রহণ করতঃ পুনরায় পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। কিয়দ্দূর যাইয়া পর্ব্বত গাত্রে ঐরূপ খোদিত আর একটী মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। পাণ্ডা বলিল, ইহাকে প্রণাম করিয়া অনুমতি গ্রহণ কর। ইনি মায়ের "পহিলা পুত্র" (গণেশ)। আমরা তাহাই করিলাম। অতিকষ্টে চলিতে লাগিলাম। ক্রমে দ্বিতীয় দ্বার অতিক্রম করিয়া

চলিতে চলিতে সম্মুখে একটী প্রশস্ত স্থানে সারি সারি অনেকগুলি মাটির হাঁড়ী দেখা গেল, প্রত্যেক হাঁড়ীর মুখ এক একখানি সরার দ্বারা আবৃত। চারিটী বংশখণ্ডোপরি চাঁদোয়ার ন্যায় একখণ্ড বস্ত্র প্রত্যেক হাঁড়ীর উপর টাঙ্গান আছে। ভাবিলাম ইহাদের নিকটও বোধ হয় আদেশ গ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসায় জানিলাম ও গুলি সমস্ত চিতা। এটী মহাশ্মশান; যোগের পবিত্র স্থান। ঐরূপ চিতাসজ্জা দেখিয়া উহা যে কি প্রথমতঃ তাহা ধারণা করিতে পারি নাই, শ্মশানের কিয়দ্দূরে কালীমন্দির। তথায় প্রণাম করিয়া অল্পদূর যাইতেই প্রকাণ্ড গগনভেদী মায়ের মন্দির দৃষ্ট হইল। আনন্দে মন নাচিয়া উঠিল। প্রায় তিন দিনের অনাহারের পরও যেন শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইল। নবোৎসাহে দ্রুততর গতিতে মন্দিরাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। তৃতীয় দ্বারে (ইহাই মায়ের বাড়ীর সিংহদ্বার) উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা প্রায় ৩৷৷০ ঘটিকা। পাণ্ডা বলিল মায়ের দর্শনলাভ আজ আর ঘটিবে না; সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নিরুৎসাহ হইয়া মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করতঃ দ্বারদেশে বসিয়া পড়িলাম।

অল্প বিশ্রামের পর পৌঁছা সংবাদ লিখিয়া বাড়ীতে একখানি পোষ্টকার্ড সিংহদ্বারে লম্বিত ডাক বাক্সে দিলাম। পাহাড়ের তলদেশ হইতে মায়ের বাড়ী প্রায় দুই মাইল উচ্চ। উঠিবার রাস্তার দুই ধারে কুড়ুচি নামক ফুলের গাছ আছে। এই পাহাড়ে উঠিবার আরও তিনটী রাস্তা আছে। এক এক রাস্তায় উঠিবার এক এক ফল। আমরা পূর্ব্বদিকের রাস্তায় উঠিয়াছিলাম, শুনিলাম ইহার ফল ধনলাভ। দক্ষিণদিকের রাস্তার ফল মৃত্যু। অপর দুইটী রাস্তায় উঠিলে মোক্ষলাভাদি ঘটিয়া থাকে। পর-

জন্মের ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে শেষোক্ত রাস্তা দুইটী বাঞ্ছনীয় হইলেও আমাদের অনুসারিত রাস্তাটী প্রশস্ত কারণ সেটী সর্ব্বাপেক্ষা সুগম। পাণ্ডা বলিল, আর অধিক বেলা নাই। আসুন, আমাদের বাড়ীতে স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করিবেন। আগামী কল্য যথাসময়ে মায়ের দর্শন লাভ ঘটিবে। আমরা বিনাবাক্য ব্যয়ে পাণ্ডার অনুসরণ করিলাম।

অতি অল্পদূরে ১৫।১৬ হাত উচ্চে পাণ্ডার বাড়ী। তথায় উপস্থিত হইয়া বস্ত্রাদি একঘরে রাখিলাম। শুনিলাম এখানে চোরের কিছুমাত্র উপদ্রব নাই। হস্তাদি প্রক্ষালন ও স্নানের জন্য জল আনীত হইল। আহ্নিকের স্থান হইল ও ঘরে রান্না আরম্ভ হইল। আমাদের দেশের ন্যায় পাড়ার বালক বালিকারা ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া বসিল। পাণ্ডার বাড়ীতে একটা মহাধূমধাম পড়িয়া গেল। সেই আনন্দে আমরাও মাতিয়া গেলাম। সেই সুদূর প্রবাসে আমরা নিজ নিজ মাতাপিতা বন্ধুবান্ধব সকলই ভুলিয়া গেলাম। ভাবিলাম, সদানন্দময়ী মায়ের আনন্দধামে বাস করিলে নিরানন্দের সহিত আর সংশ্রব থাকিবে কেন? আজ আমরা ধন্য! মায়ের সন্তান মায়ের সন্নিধানে আসিয়াছি আর কিসের ভাবনা? স্নান সমাপনান্তে জলযোগ ও আহার হইল। আমরা নিজে রন্ধনাদি করি নাই। পাণ্ডার গৃহেই ভোজন করিয়াছিলাম। তদ্দেশীয় রমণীগণ যে বেশ সুপাচিকা, তাহা তাহাদের রন্ধনে জানিতে পারিলাম।

আহারের পর আমাদের দেশের ন্যায় মুখরোচক পাণ ব্যবহার করা নিয়ম আছে, আমাদিগকে পাণ দেওয়া হইল, কিন্তু জাহাজের উপর পাণের উপকরণ দেখিয়া অগত্যা আমরা উহা গ্রহণ করি-

লাম না। বিশ্রামার্থে গৃহ মধ্যে সুন্দর শয্যা প্রস্তুত হইল। আমরা ক্লান্ত ছিলাম, অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিদ্রিত হইলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, দেখিলাম বালক পাণ্ডা ও আর একটী বয়োবৃদ্ধ পাণ্ডা আমাদের শয্যার নিকট বসিয়া আছেন। পরিচয় পাইয়া জানিলাম, ইনি আমাদের বালক পাণ্ডার মাতুল এবং ইনিই এখানকার আমাদের যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাইবেন। মাতুল পাণ্ডার সমভিব্যহারে আমরা ভ্রমণে নির্গত হইলাম। পাহাড়োপরি ক্ষুদ্র পল্লীর নানাস্থানে বিচরণ করিতে করিতে পাণ্ডার সহিত তদ্দেশ সম্বন্ধীয় অনেককথা বার্ত্তা হইতে লাগিল। পাহাড়ের স্থানে স্থানে মন্দির আছে। কোনও মন্দিরে সন্ন্যাসী, কোনও মন্দিরে ব্রহ্মচারী, কোনও মন্দিরে যোগী নিজ নিজ তপস্যায় নিরত আছেন। আমরা অনেক স্থানে উপবেশন করিয়া মন্দিরস্থ মহাত্মাদের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিলাম।

ক্রমে অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হইল এবং আমরাও বাসাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আহারান্তে শয়ন করিলাম। ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অনাবশ্যক বোধে মশারি খাটাইলাম না। কতক রাত্রি গত হইলে মশকের তাড়নায় উভয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখি যে আমাদের বিছানা বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছে। ঘরের চালে সে স্থানে ছিদ্র থাকায় আমরা স্থানান্তরে শয্যা রচনা করিলাম ও মশারি খাটাইলাম। মশক সকল মশারির বাহির হইতে ভয়ানক তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া শাসাইতে লাগিল। আমরা পুনরায় নিদ্রাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু আর্দ্র বিছানায় আর ঘুম হইল না। রাত্রি শেষ হইবার আর বেশী বিলম্ব নাই জানিতে পারিয়া আমরা উভয়ে শয্যায় বসিয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ

করিতে লাগিলাম ও আমার সহযাত্রীর একান্ত অনুরোধে আমি নিম্নোক্ত গানটী গাহিলাম।

ঝাঁপতাল।

আয়রে "ভোলা" দু-ভাই মিলে, ডাকি মাকে বাহু তুলে।
দুস্তর ভবসাগর পার হব অবহেলে॥
বড় আশা ছিল মনে, যাব মোরা মার সদনে,
দয়া করে এতদিনে মা এনেছেন নীলাচলে।
এমন দিন ভাই আর হবেনা, দিন পেয়েছি বলে নেনা,
মুখে বল মা মা মা মা নাচরে ভাই তালে তালে॥
মা আমার কল্পবৃক্ষ, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ,
আছে চতুর্ব্বর্গ ফল কামাখ্যার ঐ চরণতলে।
আয়রে ভাই তাড়াতাড়ি, ভুমে দিয়ে গড়াগড়ি,
চারি ফল ইচ্ছামত সযতনে লইরে তুলে॥
ধর্ম্মাদি ফল যাহার নাই, অজাগল স্তন প্রায়,
তার জন্ম নিরর্থক শুনেছি ভাই শাস্ত্রে বলে।
ফলদাত্রীর হয়ে ছেলে, বঞ্চিত কেন হব ফলে,
"অনু" কয় মার পদতলে বলি দিব আজ কর্ম্মফলে॥

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। আমরা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বসিয়া আছি এমন সময় মাতুল পাণ্ডা আসিয়া বলিলেন, আইস পূজার উপকরণ সব প্রস্তুত হইয়াছে ও পুরোহিত আসিয়াছেন। সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান ও সর্ব্বাগ্রে নীলাচলের পূজা করিয়া মাকে দর্শন করিতে হইবে।

আমরা সহর্ষে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাণ্ডার সঙ্গে চলিলাম।

মায়ের মন্দিরের পূর্ব্বদ্বারস্থ একটী ছোট রকম পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইলাম। ইহারই নাম সৌভাগ্যকুণ্ড এখানে স্নান তর্পণ সমাধান্তে তীরে বসিয়া পূজা ও তীর্থ প্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণ বিধিক শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। পুষ্করিণীর তীর হইতে জলের কতকাংশ প্রস্তর দ্বারা বাঁধাইয়া তদুপরি একটী টিনের ঘর নির্ম্মিত থাকায় যাত্রীদিগকে বৃষ্টি ও রৌদ্রে কোন কষ্ট পাইতে হয় না।

"ওমদ্যেত্যাদি পাপতোদশপূর্ব্বদশাপরবংশোদ্ধরণপূর্ব্বক পৃথিব্যাধিকরণক সর্ব্বতীর্থ ক্ষেত্রফলপ্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক নীলশৈলস্থ শ্রীমৎকামাখ্যাচরণ সন্নিধৌ সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান মহঙ্করিষ্যে।"

এই মন্ত্রে সংকল্প পূর্ব্বক সামান্য স্নানোক্ত মন্ত্র গুলি—

"ওঁ পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি ত্বয়ি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বদা।
তস্মাৎ পুণীহিমাং কুণ্ড দেবদানবপূজিতঃ॥
ওঁ সর্ব্বতীর্থ ময়স্ত্বং হি সর্ব্বক্ষেত্রময়োহ্যসৌ।
দশপূর্ব্বান্ দশ পরান্ বংশান্মুদ্ধর পাপতঃ॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে বলিলেন। আমরাও মন্ত্রাদি উচ্চারণ পূর্ব্বক কুণ্ডে নামিলাম। কিন্তু বড় বড় কচ্ছপগণ তাহাদের সুদীর্ঘ কণ্ঠ জল হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক সবেগে আমাদের দিকে আসিতেছে দেখিয়া ভয়ে আমরা তীরে উঠিলাম। পাণ্ডা হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, কোনও ভয় নাই, উহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া স্নান কর। আমাদের সাহসে কুলাইল না, কারণ গত কল্য শুনিয়াছি ৭।৮ দিন পূর্ব্বে এই কুণ্ডে একটী কুমারী জলপান করিতে গিয়া কচ্ছপের হাতে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। সুতরাং তীরে বসিয়া স্নান সমাপন করতঃ আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিলাম এবং সেইখানে

আমরা গৌরীশিখর, সিদ্ধগণেশ এবং বিষ্ণুর পূজা করিলাম, অধিকন্তু আমার সহযাত্রী পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিলেন। তদ্দেশীয় পুরোহিত মন্ত্রাদি পড়াইলেন। পুরোহিতগণের দশকর্ম্ম ভালরূপ জানা আছে। মন্ত্রাদি বিশুদ্ধ ও স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করেন। ৺গয়ার পুরোহিতগণের ন্যায় হাতগড়ান মন্ত্র নহে। পূজাদিসমাধা হইলে পাণ্ডা বলিলেন মায়ের "দলই" অর্থাৎ নায়েবের নিকট আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া কামাখ্যা মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে। তদনুসারে নায়েবের কাছে গিয়া দেখি যে নায়েব মহাশয় মাটিতে বসিয়া বাঁশের চাটাই বুনিতেছেন। যোড়হাতে প্রার্থনা জানাইলাম, নায়েব মহাশয় বলিলেন তিন দিন দর্শন করিতে হইলে প্রত্যেকের দৈনিক ৫৲ টাকা হিসাবে ১৫৲ টাকা লাগিবে অধিকন্তু নিয়ম আছে এখানে "রাজ্য" অর্থাৎ বারওয়ারীতে যাহা দিবে, আমাকে তাহার অর্দ্ধেক, আমার অর্দ্ধেক মোক্তারকে, মোক্তারের অর্দ্ধেক খাজাঞ্চীকে দিতে হইবে "রাজ্যের" জন্য যাহা দিবে তাহা মৌজুৎ থাকিয়া বৎসর পরে পর্ব্বতবাসী পাণ্ডাগণের মধ্যে বিভাগ হইয়া থাকে। মোক্তার যাত্রীর অভিপ্রায়ানুসারে ব্রাহ্মণ ও কুমারী জোগাইয়া দেন, খাজাঞ্চী তহবিল রক্ষা করেন। আরও নিয়ম আছে যে কামাখ্যার মন্দির মধ্যে মায়ের যে অষ্টপ্রহরী আছে তাহাকে যাহা দিবে তদর্দ্ধ দ্বারীকে দিতে হইবে। ইহা ছাড়া মন্দিরের বহির্ভাগে যে যে স্থানে কালী তারা প্রভৃতি গুপ্তকামাদি আছেন তথাকার পাণ্ডা ও দ্বারীদিগকেও কিছু কিছু দক্ষিণা দিতে হইবে। নায়েব মহাশয়ের হাই চার্জ্জ শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম এবং গললগ্নীকৃতবাসে চার্জ্জ কমাইবার জন্য নানারূপ কাঁদাকাটি আরম্ভ করিলাম। অর্থলোলুপ নায়েব মহাশয়ের কিছুতেই দয়া হইল না দেখিয়া হতাশ

প্রাণে আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইলাম। তখন নায়েব মহাশয় শীকার পলাইয়া যায় দেখিয়া অগত্যা প্রত্যেকের দৈনিক ॥৹ আনা হিসাবে প্রণামী দেওয়ার ও তৎসঙ্গে অন্যান্য দক্ষিণা ব্যাপারেও তদ্রূপ সুলভ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তীর্থক্ষেত্রে এইরূপ অর্থ লোলুপতার বশবর্ত্তী হইয়া যাত্রীদিগকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া যে কতদূর অন্যায় তাহা সাধারণেই বিচার করিবেন। যাহাহউক আমরা অনুমতি পাইয়া মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলাম। পরে

"ওঁ যানি যানীহ পাপানি জন্মান্তর কৃতানি চ।
তানি তানি বিনশ্যন্তি প্রদক্ষিণং পদে পদে॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আমরা মায়ের মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম ও মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে একটী উচ্চবেদী দৃষ্ট হইল। তথায় ধাতু নির্ম্মিত দশভুজা মূর্ত্তি আছে। সেই মূর্ত্তিকে প্রণামানন্তর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মন্দিরস্থ গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রায় ৫।৬ হাত নিম্নে মায়ের যোনিপীঠ; তথায় অনেকগুলি ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে, সুতরাং গহ্বরের অন্ধকার অনেকাংশে দূরীভূত হওয়ায় নামিবার কোন কষ্ট নাই। সিঁড়ি গুলিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই গহ্বর মধ্যে একটী সুবিস্তৃত ও কারুকার্য্য খচিত চন্দ্রাতপের নিম্নে ষোড়শী (কামাখ্যা) মাতঙ্গী ও কমলার পীঠ আছে। কামাখ্যা পীঠ প্রায় ৮ হস্ত দীর্ঘ ও ৪ হস্ত বিস্তৃত, একখানি নববস্ত্র দ্বারা আবৃত, যোনিমুখে একটী রৌপ্য নির্ম্মিত আবরণ আছে। যাত্রীগণকে যোনিমুখের নিকটে বসিয়া পূজা করিতে হয়। পূজান্তে ঐ রৌপ্য নির্ম্মিত আবরণের মধ্যে হস্ত প্রবেশ করাইয়া মায়ের যোনিস্পর্শ করিতে হয়। গহ্বর-

রের পার্শ্বস্থ ঝরণা হইতে নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ জলরাশি মায়ের পীঠের উপর পতিত হইয়া সন্নিহিত সুরঙ্গ দ্বারা নির্গত হইয়া যাইতেছে। ঐ সুরঙ্গস্থিত জলকে গঙ্গা বলিয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে এই গঙ্গাজল স্পর্শ ও এই গুহা মধ্যে দশবার মাত্র মন্ত্র জপ করিলেই সমস্ত জপ সিদ্ধ হয়। গহ্বরে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর অন্যান্য যাত্রীগণ পূজা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আমরা পূজা করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়া—

"ওঁ কামদে কামরূপস্থে সুভগে সুরসেবিতে।
করোমি দর্শনং দেব্যাঃ সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধয়ে॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মাকে দর্শন করিলাম। দর্শনান্তে অভীষ্ট প্রাপ্তি কামনায়—

"ওঁ কামাখ্যে বরদে দেবি নীলপর্ব্বতবাসিনী।
ত্বং দেবী জগতাং মাতর্যোনিমুদ্রে নামোঽস্তুতে॥
ওঁ কামাখ্যা কামদা নিত্যং ভবমঙ্গল দায়িনী।
মনসোঽভীষ্ট সংদাত্রী ভূয়ো দেবিনমোঽস্তুতে॥"

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করণানন্তর পুনর্জ্জন্ম নিবারণ কামনায়—

"ওঁ মনোভব গুহা মধ্যে রক্ত পাষাণরূপিণী।
তস্যাঃ স্পর্শ মাত্রেণ পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মায়ের যোনিমণ্ডল স্পর্শ করিলাম। যথারীতি পূজাদি নিষ্পন্ন হইল। পূজান্তে আমরা সেই গহ্বরের এক পার্শ্বে বসিয়া জপ করিতে লাগিলাম। হৃদয় এক অননুভূত আনন্দে নাচিয়া উঠিল। জগৎ সংসার স্ত্রীপুত্রপরিবার সকলই সেই সময়ের জন্য বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গেল। যে দিকে চাই, যা দেখি, সক-

লই যেন শান্তি মাখা, ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ সম্পন্ন! আমরা বেশীক্ষণ সেই বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পাইলাম না। গহ্বর মধ্যে যাত্রীগণের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় অগত্যা সেদিনকারমত দুঃখিত চিত্তে মায়ের সকাশ হইতে বিদায় হইলাম। মন্দিরের বাহিরে আসিলে পাণ্ডা বলিলেন ঐ দেখ মালাকার ফুল লইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে অন্যান্য দেবদেবী দর্শনে যাইতে হইবে। আমরাও তাঁহাতে সম্মতি প্রদান করিয়া মালাকার ও পুরোহিতের অনুসরণ করিলাম। বগলা, সিদ্ধেশ্বর, কামেশ্বর, যাগেশ্বর, মহেশ্বর, কালী, জরাসন্ধ, টগরেশ্বর, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরেশ্বর, ধূমাবতী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি দেবদেবী ও ঋণমুক্ত কুণ্ড দর্শন করিলাম। বগলাপীঠে কোন মূর্ত্তি বা মন্দির নাই উচ্চ শৃঙ্গে একটী গহ্বর আছে, তথা হইতে অনবরত জল নিঃসরণ হইতেছে। শৃঙ্গে উঠিবার কোন রাস্তা নাই, পাহাড় বড় পিচ্ছিল; সংলগ্ন লতার সাহায্যে উপরে উঠিতে হয়। মূল কথা এই পীঠ দর্শন করা সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক। সিদ্ধেশ্বর শিব একটী মন্দিরের মধ্যস্থিত গহ্বর মধ্যে বিরাজিত। মন্দিরটী ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। নিয়মিত ভোগপূজা হয় বলিয়া বিশ্বাস হইল না। আলোর সাহায্য ব্যতিরেকে শিবের দর্শন পাওয়া কঠিন। ছিন্নমস্তার কোনরূপ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। মন্দিরটী জলে পরিপূর্ণ তদুপরি কতকগুলি পুষ্প ভাসমান আছে মাত্র। কামাখ্যার ভৈরব উমানন্দ। গৌহাটীর নিকটস্থ ব্রহ্মপুত্র গর্ভে একটী পাহাড়ের উপর ইহার মূর্ত্তি ও মন্দির আছে। বর্ষাকালে যাত্রীদিগের তথায় যাওয়া বিপজ্জনক বলিয়া কামাখ্যা মন্দিরের নিকটস্থ ত্রিপুরেশ্বর শিব তাঁহার পরিবর্ত্তে পূজিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ত্রিপুরেশ্বর বর্ষাকালীয় in charge উমানন্দ।

ধূমাবতী দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই, কারণ ধূমাবতীর মন্দির প্রাঙ্গণটীকে পর্ব্বতবাসীরা মলমূত্র ত্যাগের স্থান করিয়াছে। পর্ব্বতোপরি মলমূত্র ত্যাগের যথেষ্ট স্থান থাকা সত্ত্বেও কেন যে পর্ব্বতবাসীরা দেবীমন্দিরের প্রাঙ্গণে এইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ভুবনেশ্বরীর মন্দির কামাখ্যা মন্দির হইতে প্রায় ১ মাইল উচ্চে অবস্থিত। উঠিবার বেশ রাস্তা আছে। মন্দিরটী গত ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। শুনিলাম ধার্ম্মিক প্রবর দানশীল দ্বারবঙ্গের মহারাজা মন্দিরটী পুনর্নির্ম্মাণের জন্য ৮০০০৲ টাকা দিয়াছেন। মন্দিরের কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার যাবতীয় মন্দির গুলি গত ভূমিকম্পে পতনোন্মুখ হইয়াছে। স্বনামখ্যাত কোচবিহারের মহারাজা ৪০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া তন্মধ্যে কামাখ্যার মন্দিরটী সুন্দররূপে সংস্কার করাইয়া দিয়াছেন। অন্যান্য মন্দির গুলি সংস্কারাভাবে দিন দিন ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, অল্প দিন মধ্যেই দেবদেবী সহ ঐ সমস্ত মন্দির এককালে অন্তর্হিত হইবে সন্দেহ নাই।

হায়! মায়ের এত ধনকুবের সন্তান থাকিতে হিন্দুর এই প্রধান তীর্থ সংস্কারাভাবে লুপ্ত হইবে ইহাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? সদাশয় হিন্দুগণ যদি কিঞ্চিৎ মাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তাহা হইলে অনায়াসে অল্পদিনের মধ্যেই মন্দির গুলি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভুবনেশ্বরীর পাহাড় হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্যটী অতি মনোরম। গৌহাটী সহরটী একটী ক্ষুদ্র পল্লীর ন্যায় বোধ হইতেছিল, সহর মধ্যে রাস্তাগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্য-যুবার টেড়ীর ন্যায় দেখাইতেছিল। নদগর্ভে ষ্টীমার গুলি মোচার খোলার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতীয়মান হইতেছিল। আমরা যখন

এই পাহাড়ের উপরে ছিলাম তখন দেখিলাম পাহাড়ের নীচে মুষল-ধারে বৃষ্টি হইতেছে অথচ আমাদের মস্তকোপরি আকাশ বেশ পরিষ্কার, বৃষ্টি হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। এই সকল দেব-দেবীর দর্শন করিতে করিতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। আমরা বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারান্তে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটা গোলমালে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখি কয়েকটী কুমারী পয়সার জন্য মহা চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। আমরা তাহাদিগকে কোনরূপে বিদায় করিয়া পূর্ব্ব-দিনের ন্যায় পাণ্ডার সমভিব্যাহারে ভ্রমণে নির্গত হইলাম। দেখি রাস্তায় আবার ঐ কাণ্ড! কুমারীরা সেখানেও বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। যাহাহউক এ যাত্রা পাণ্ডা মহাশয়ের অনুগ্রহে আমরা রক্ষা পাইলাম। পয়সার জন্য এখানে সর্ব্বজাতীয় কুমারী কেন, নায়েব, দ্বারী প্রভৃতি সকলেই বিরক্ত করিয়া থাকে। এ বিষয়ে কালীঘাটকেও হার মানিতে হইয়াছে। রাত্রি ৮টার সময় আমরা বাসায় ফিরিলাম ও আহারান্তে শয়ন করিলাম। পর দিবস প্রত্যুষে স্নানাদি সমাপনান্তে পাণ্ডাসহ মায়ের দর্শন জন্য মন্দিরে গেলাম। তখনও মায়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই। জিজ্ঞাসায় জানিলাম এক্ষণে মালাকার মাকে স্নান করাইতেছে। ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে মালাকার মাকে স্নান করায় শুনিয়া আমরা কৌতুহল বশতঃ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। পাণ্ডা তৎসম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত গল্পটী বলিলেন।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণই মাকে স্নান করাইতেন। একদিন পুরোহিত মাকে স্নান করাইতেছেন এমন সময়ে একটী যাত্রী দর্শনাভিলাষে মন্দিরে উপস্থিত হন। ব্রাহ্মণ অর্থের লোভ সম্বরণ করিতে না

পারিয়া অনাবৃত অবস্থায় মাকে দর্শন করান। তদবধি মায়ের আদেশানুসারে অর্থলোলুপ ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে মালাকার মাকে স্নান করাইয়া থাকে। স্নানের সময় দর্শন হইবে না জানিয়া আমরা নাটমন্দিরে বসিয়া থাকিলাম, সেই সময়ে দেখি কতকগুলি যাত্রী বলি দেওয়ার জন্য অনেকগুলি কপোত ও হংস লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। শুনিলাম এখানে ছাগ অপেক্ষা এই সকল পক্ষী বলিদানই প্রশস্ত। কিয়ৎকাল পরে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে মায়ের দর্শন ও পূজাদি সমাপন করিয়া মন্দিরের সংলগ্ন দরদালানে ষোড়শোপচারে কুমারীর পূজা করিলাম। সে দিন আর অন্যান্য মন্দিরে না যাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। বাসায় আসিয়া যথাসাধ্য কুমারী, সধবা ও ব্রাহ্মণভোজন করান হইল। আমরা পাণ্ডার নিকট মায়ের প্রসাদ পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় পাণ্ডা বলিলেন যে, ব্রাহ্মণের ভাগ্যে মায়ের মহাপ্রসাদ পাওয়া ঘটেনা; কারণ ভোগ হইবামাত্র মালাকার, নাপিত প্রভৃতি শূদ্রগণ তাহা স্পর্শ করিয়া ফেলে। মহামায়ার প্রসাদ কেন সাধারণে বিতরিত হয় না তাহার গূঢ়তত্ত্ব আমরা নিরূপণ করিতে পারিলাম না। আহারান্তে সেদিনকার মত বিশ্রাম করিলাম। পরদিবস প্রাতে সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে অন্ন-জল-বস্ত্র দান করিলাম। যথাসময়ে মাকে শেষ দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। আজ ১২ই ভাদ্র, আমরা আহারান্তে বাড়ী রওনা হইব শুনিয়া পাণ্ডা আমাদিগকে সুফল ও তৎসঙ্গে মায়ের অঙ্গবস্ত্র-নির্ম্মাল্য, সিন্দুর ও পীঠমর্দ্দনের চাউল প্রদান করিলেন। পাণ্ডাকে প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে ঐ সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করতঃ পুটুলী মধ্যে সযত্নে রাখিলাম। আহারান্তে বেলা ৯টার সময় সকলের নিকট

বিদায় গ্রহণ করিয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। পর্ব্বতগাত্রে খোদিত পূর্ব্বকথিত মায়ের "পহিলাপুত্রের" নিকট কপোত বলি হইতে দেখিয়া বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম, এখানে বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সকল দেবতার নিকট এইরূপ বলি দেওয়ার প্রথা আছে। ঘন ঘন বংশীধ্বনি কর্ণগোচর হওয়ায় ষ্টীমার ফেল হইব ভাবিয়া তাড়াতাড়ি পাহাড় পরিত্যাগ করিয়া গৌহাটী সহরে আসিয়া পঁহুছিলাম। ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখি, একখানি ফেরী ষ্টীমার গৌহাটীর "তারাপীঠ" হইতে অপর পারে "অশ্বক্রান্ত" পর্য্যন্ত নিয়ত যাতায়াত করিতেছে। আমাদের ষ্টীমার ছাড়িবার এখনও বিলম্ব আছে জানিয়া সহরটী বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম ও সেই অবকাশে উভয়েই নূতন জুতা খরিদ করিয়া লইলাম। আমাদের ষ্টীমার ছাড়িবার সময় হইল দেখিয়া ষ্টেশন-ঘাটে উপস্থিত হইলাম এবং উভয়ে যাত্রাপুর পর্য্যন্ত টিকিট গ্রহণ করতঃ ষ্টীমারে চড়িলাম। অল্পক্ষণ পরে জাহাজ ছাড়িয়া দিল। যথাসময়ে ষ্টীমার যাত্রাপুরে আসিয়া পৌছিল। তথা হইতে ছোট ষ্টীমারে ধরলাঘাট ও ধরলাঘাট হইতে ট্রেণে তিস্তাঘাট পৌছিলাম। ষ্টীমারে তিস্তানদী পার হইয়া পরপারের ট্রেণে উঠিয়া ১৩ই ভাদ্র ভোর ৫টার সময় গোপালপুরে আসিয়া নামিলাম। পরদিবস বেলা ১টার সময় নিরাপদে আমরা বিলমারিয়া মোকামে পঁহুছিলাম। উপসংহারে কামাখ্যাবাসীদের আচার ব্যবহার, আহার্য্য ও অন্যান্য দুএকটী উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। এদেশের ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা স্তনের উপর কাপড় পরিয়া থাকে। কামাখ্যাবাসীরা সকলেই মিষ্টভাষী ও সদালাপী। ইহাদের দেশের প্রচলিত ভাষা কিছুই বুঝিতে পারা

যায় না, তবে ইহারা দ্বৈভাষী হওয়ায় সে অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। এখানকার ব্রাহ্মণবিধবারা একাদশীর দিন চিড়া, রুটী ও বোকা চাউল (এই চাউল জলে ভিজাইলে পর্য্যুষিত অন্নের ন্যায় হয়) খাইয়া থাকে। কেবল অম্বুবাচীর দিনত্রয় ফলমূলাদি ভিন্ন অন্য কিছুই আহার করে না। বিধবাগণ অলঙ্কার পরিধান করে। এখানকার ব্রাহ্মণগণ অধিকাংশই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত। মালীহাটীর (?) গোস্বামীদের শিষ্য। উক্ত গোস্বামী মহাশয়দিগের এখানে খুব প্রতিপত্তি। অনেক ভূসম্পত্তি আছে। কামাখ্যা পাহাড়ের ব্রাহ্মণকুমারীদিগের এই পাহাড়স্থ ব্রাহ্মণকুমারদিগের সহিতই বিবাহ হইয়া থাকে। পাহাড়ের নিম্নে ইহাদের কুমারীর বিবাহ হয় না, তবে পুরুষদের বিবাহ হইয়া থাকে। এখানকার দধি দুগ্ধে বড়ই দুর্গন্ধ। মৎস্য দুষ্প্রাপ্য, তবে পাঁঠা খুব সস্তা। বড় বড় কদলী ও নারিকেল বৃক্ষ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কলা অতি সুঠাম ও সুমিষ্ট। এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মালাকর ও নাপিত ভিন্ন অন্য জাতি নাই। কায়স্থেরা মায়ের বেগার দেয় ও মজুরী করিয়া থাকে। এখানকার কুমারীগণ দেখিতে বড়ই সুশ্রী, তাহাদিগকে দেখিলেই ভক্তির উদ্রেক হয়। কামাখ্যাপর্ব্বতবাসী-দিগকে কোনরূপ কর দিতে হয় না। পাহারা দেবার চৌকীদার পর্য্যন্ত নাই। ছোট ছোট মামলা মোকদ্দমা "দলই" বা নায়েব মহাশয় নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। এখানে একটী মাদকনিবারণী সভা আছে। পর্ব্বতবাসী কেহ মাদক দ্রব্য সেবন করিলে (মদ খাইলে) উক্ত সভা কর্ত্তৃক তাহার ১০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। ২।৩ বার দণ্ডিত হইয়াও সতর্ক না হইলে তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়। শিল্পজাত দ্রব্য মধ্যে বাঁশের ঝাঁপি

অর্থাৎ মাথাল ভিন্ন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য দ্রব্য দেখিতে পাইলাম না।

কিম্বদন্তী আছে যে, অম্বুবাচীর দিনত্রয় কামাখ্যা যোনীপীঠ হইতে রজঃ নিঃসরণ হয় ও পৃথিবী ঐ তিন দিবস রজঃস্বলা হন। এই বিষয়ের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করায় পাণ্ডার নিকট জানিতে পারিলাম যে, জনশ্রুতি সত্য এবং ঐ কয়দিবস এই নিমিত্ত কাহারও ভাগ্যে মায়ের দর্শনলাভ ঘটে না।

সম্পূর্ণ।